বর্তমান

কলকাতা, রবিবার ১৩ আগস্ট ২০১৭, ২৮ শ্রাবণ ১৪২৪

শিল্পের পথ সহজ করতে উদ্যোগপতি ও আমলা যোগাযোগ কমানো শুরু রাজ্যের

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী • কলকাতা

শিল্পের গা থেকে লাল ফিতের ফাঁস আলগা করতে এখন জোরকদমে মাঠে নেমেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যেহেতু শিল্প সংক্রান্ত বিষয়গুলি মূলত রাজ্য সরকারের হাতে, তাই রাজ্যগুলিকেও সেই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। সেই কাজ পশ্চিমবঙ্গ আগেই শুরু করেছে। এবার তারই অংশ হিসাবে আরও একটি পদক্ষেপ করছে রাজ্যের শিল্প দপ্তর। তা হল, শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের সঙ্গে যাতে সরাসরি সরকারি আমলাদের সাক্ষাৎ এড়ানো যায়, তার জন্য আরও বেশি প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে উঠছে তারা। তা ফলপ্রসূ করতে এই বিষয়ে রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম গাঁটছড়া বেঁধেছে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের সঙ্গে। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে আগেই।

ব্যাবসার পথ সহজ করতে কেন্দ্রীয়ভাবে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গত তিন বছর ধরে, তাতে এ রাজ্য প্রথম সারিতে না থাকলেও, গত দু'বছরে তার অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়। ব্যাবসা বা শিল্পের জট সারাতে গোটা বছর ধরেই রাজ্য সরকার কিছু না কিছু কাজ করে। শুধু শিল্প দপ্তরই নয়, শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সবক'টি দপ্তরই এই বিষয়ে উদ্যোগ নেয়। বছরে একবার করে বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে তার মূল্যায়ন করা হয়। সেই মূল্যায়নে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম দশটি রাজ্যের মধ্যে না থাকলেও, গত দু'বছরে সেরা ১৫-এর তালিকায় আছে। চলতি বছরের সেই মূল্যায়ন শেষ হওয়ার কথা সেপ্টেম্বরে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আরও কিছু প্রশাসনিক সংস্কারের পথে এগচ্ছে শিল্প দপ্তর।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পর শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। তাঁর আমলের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'সিঙ্গল উইন্ডো' পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেন। এর মূল লক্ষ্য হল, কোনও শিল্প গড়তে গেলে বা ব্যাবসা করতে গেলে কোনও উদ্যোগপতিকে প্রশাসনের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না। শিল্প দপ্তরই যাবতীয় কাজ নিজ উদ্যোগে করে

শিল্পোন্নয়ন নিগম এই বিষয়ে ভার দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরকে। তারাই ঠিক করে দেবে, গোটা বিষয়টি কীভাবে এগবে। কোন পরিষেবা কীভাবে দেওয়া হবে, কত দিনের মধ্যে তা মিলবে, এমন হরেক বিষয়ে তথ্য তো দেওয়া থাকবেই, সেই সঙ্গে কোনও শিল্প সংক্রান্ত আবেদন জমা পড়লে, তার কাজে দপ্তর কতটা এগল, সেই বিষয়েও জানতে পারবেন আবেদনকারী।

দেবে। এই কাজ করার জন্য হরেক দপ্তরের আমলারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৈঠক করবেন, এমন সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে কিছু পদক্ষেপ করা হলেও, তা কার্যক্ষেত্রে খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি, এমনটাই বলছে শিল্পমহল।

শিল্প দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, এখন উদ্যোগপতিদের সঙ্গে সরকারি আমলাদের সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হওয়ার দিকেই ঝুঁকছে অনেক রাজ্যই। এখন সবই হচ্ছে অনলাইনে। আমরা একটু পিছিয়ে ছিলাম। এবার এগতে চাইছি। শিল্পোন্নয়ন নিগম এই বিষয়ে ভার দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরকে। তারাই ঠিক করে দেবে, গোটা বিষয়টি কীভাবে এগবে। কোন পরিষেবা কীভাবে দেওয়া হবে, কত দিনের মধ্যে তা মিলবে, এমন হরেক বিষয়ে তথ্য তো দেওয়া থাকবেই, সেই সঙ্গে কোনও শিল্প সংক্রান্ত আবেদন জমা পড়লে, তার কাজে দপ্তর কতটা এগল, সেই বিষয়েও জানতে পারবেন আবেদনকারী। শিল্পের জমি থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে যতগুলি ছাড়পত্র দরকার, সব বিষয়েই খোঁজ নিতে পারবেন বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ী। মোট কথা, সিঙ্গল উইন্ডো পরিষেবাটি এবার সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তা নিয়ে রাজ্য সরকার আইনও পাশ করাতে পারে শীঘ্রই।

প্রশাসনিক কর্তারা বলছেন, ব্যাবসার গা থেকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটানোর জন্য তাঁরা যে যে পদক্ষেপগুলি এতদিন করেছেন, তার সিংহভাগ জুড়ে ছিল কর ব্যবস্থার সরলীকরণ এবং তার স্বচ্ছতা। কিন্তু সেসব চেষ্টার অনেকটাই বৃথা হয়ে গিয়েছে জিএসটি আসার পর থেকে। এবার শিল্প গড়ার প্রক্রিয়াটিকে আরও বেশি স্বচ্ছ করার দিকেই নজর দিচ্ছে দপ্তর তা কতটা ফলপ্রসূ হল, তা জানা যাবে চলতি বছরের মূল্যায়ন থেকেই।